সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়

সংকলন সহায়তা: সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়(পুত্র)

গ্রন্থন সহায়তা: সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়

সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় বাংলা গানের জগতে বিশেষতঃ সিনেমার গানের জগতে বিখ্যাত মানুষ। সিনেমার সঙ্গীত পরিচালকরূপে তাঁর স্থান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরে। তিনি হলেন বাঙলা চিত্রজগতের দ্বিতীয় সফলতম সঙ্গীত পরিচালক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর চার দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন নি। দরিদ্র বাঙালীর অন্নচিন্তা চমৎকার। তাই নিজেদের মহাপুরুষদের মনে রাখার মানসিকতা কারও নেই। অনেক বিখ্যাত বাঙালী তাঁদের হতদরিদ্র উত্তরসুরির অবজ্ঞার শিকার হয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। রবীনবাবুও সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে যাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের করুণায় তাঁর পুত্রের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের যোগাযোগ হয়ে গেল। সেই সূত্র ধরে বছর পাঁচেক আগে তৈরী করা তাঁর গানের তালিকার সঙ্গে একটি ছোট জীবনী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই জীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত ও তাঁর কর্মকাণ্ডকে বিবৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাঁরা রবীনবাবুর সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা তাঁদের জানা ঘটনাবলী ও স্মৃতিচারণা করে মনে পড়া তথ্যাবলী আমাদের জানালে জীবনীটি আরও পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত করা সম্ভব হবে। তাঁর ছবি বা তাঁকে দেখা যাচ্ছে এমন সব ছবি আমাদের দিলে কাজটি আরও ভাল ভাবে সম্পন্ন করা যাবে। এই সব তথ্য bangodarshan@gmail.com ঠিকানায় মেল করে দিন।

যুবক রবীন

মধ্যবয়সে রবীন

প্রৌঢ় রবীন

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখে কালীঘাট অঞ্চলের ২২/বি প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ীতে রবীনবাবুর জন্ম। পিতার নাম নলিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, মাতা চারুশীলা। আইনজীবী নলিনীমোহনের তিনি তৃতীয় পুত্র এবং সন্তানদের মধ্যে পঞ্চম। তাঁরা সরসুনার বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের লোক। পিতা মাতার দেওয়া নাম রবীন্দ্রনাথকে রবীন বাবু নিজেই সংক্ষিপ্ত করে নেন। উল্লেখ্য রবীনবাবুর প্রিয় নায়ক গায়ক রবীন মজুমদারের নামের ইতিহাসও অনুরূপ। রবীনবাবুর বড় দাদা অমরনাথ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাঁর অন্য দাদা সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়। রবীনবাবুর মাতা চারুশীলা ভাগলপুরের বাজবাড়ীর জমিদারবংশ ব্যনার্জী পরিবারের ব্যবহারজীবি গোপাল ব্যানার্জীর মেয়ে। পরিবারের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন থাকায় রবীন ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর তাঁকে সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে এণ্ট্রান্স পাস করার পর তিনি আশুতোষ কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ও তার পর ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেন। ছাত্রজীবনে তিনি খেলাধুলাতে বেশ উৎসাহী ছিলেন। এক সময় তিনি মোহনবাগানের জুনিয়র দলে খেলেছেন। গানের শখ ছেলেবেলা থেকেই ছিল। তবে পরিবারে কেউ সঙ্গীতানুরাগী বা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। রবীনবাবু গান গাইতেন। বন্ধুমহলে, এমন কি ক্লাবের ফাংশনেও গান গাইতেন। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় শিল্পী শচীনদেব বর্মণ। তাঁর গানই বেশী গাইতেন। রবীনবাবু

নিজের কণ্ঠের গানের বেসিক রেকর্ডও বেরিয়েছিল বলে জানিয়েছেন তাঁর ছেলে। দুর্গা সেন, হিমাংশু দত্ত ও সুবোধ দত্তগুপ্তের সুরে ১৯৪০-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেশ কয়েকটি বেসিক রেকর্ডে গান করেন। এগুলির সন্ধান পেলে বিবরণ এখানে সংযোজিত হবে। গানের নেশা রবীনবাবুকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছিল যে তিনি চাকরি-বাকরি বা অন্যকিছুর পরিবর্তে গানের জগতে সুযোগ খুঁজতে বেশীরভাগ সময় ব্যয় করতেন।

রবীনবাবু সুদর্শন সুপুরুষ ছিলেন। ছ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা রবীনবাবু সুদেহী। তাঁর ছাতি ছিল চুয়াল্লিশ ইঞ্চি। ধপধপে সাদা আরদির গিলে করা পাঞ্জাবী আর সরুপাড়ের ধুতিতে রবীনবাবুকে খুবই অভিজাত দেখাত। তাঁর নায়কোচিত চেহারার জন্য তিনি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। খেলার মাঠেও তিনি বেশ সুপরিচিত ছিলেন। যদিও তিনি খেলায় তেমন নাম করতে পারেন নি, তবে বন্ধু এবং পরিচিতের সংখ্যা অনেক হয়েছিল। মোহনবাগান ক্লাব শুধু ফুটবলই নয় সেযুগের দেশপ্রেমের এবং স্বদেশচেতনার পীঠস্থান ছিল। বাঙালী সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বরা মোহনবাগানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী দশকগুলিতে মোহনবাগান আর জাতীয়তাবাদ সমার্থক ছিল। রবীনবাবুর কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে মোহনবাগানের পরিচিতির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

কণ্ঠসঙ্গীতে রবীনবাবুর যতটা উৎসাহ ছিল ততটাই ছিল যন্ত্রসঙ্গীতে। তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে শিখে বহু রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজানোটা আয়ত্ত করেছিলেন। কটেজ/গ্র্যাণ্ড পিয়ানো থেকে বেহালা, আড় বাঁশী, ব্রাস ফ্লুট, হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোলক, স্যাক্সোফোন, অ্যাকর্ডিয়ান প্রায় সব কিছুই তিনি বাজাতে শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়। তবে আড় বাঁশী বেশ কিছুদিন শিখেছেন পান্নালাল ঘোষের কাছে। আর সেতার বাজানো শিক্ষা করেছিলেন গোকুল নাগের কাছে এবং সরোদ বাজানো শিক্ষা করেছিলেন তাঁর গুরু তিমিরবরণের কাছে। তিনি সেকালের বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করে আর নিজে মিউজিসিয়ান হওয়ার পরে অর্কেষ্ট্রার সব জিনিসই চেষ্টা করতেন বাজানোর। হোটেলের ব্যাণ্ডের মিউজিসিয়ানরা সকলেই কর্মসূত্রে তাঁর পরিচিত ছিলেন। এঁদের কাছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত নির্ভর সব ইনস্ট্রুমেণ্ট তিনি বাজাতে শিখেছিলেন। এর ফলে তাঁর টেকনিক্যাল সেন্স খুব প্রখর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গীতজীবনের প্রথম দশ বছরের মধ্যেই তিনি অল রাউণ্ডার মিউজিসিয়ান হয়ে উঠেছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁর গুরু অনেক। তবে প্রধান হলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কাছে লাইট ক্ল্যাসিক্যাল শিখেছেন বেশ কিছুদিন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন অনাদি ঘোষ দস্তিদারের কাছে। অল্প সময়ের জন্য তাঁদের সৃষ্টি করা গান শিখেছেন, কাজী নজরুল, আঙুরবালা, রাধারাণী দেবীর (চিত্রনাট্যকার ও লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী) কাছে। তুলসী চক্রবর্তীর কাছে পুরাতনী শিখেছেন মনোযোগ দিয়ে। কেরী সাহেবের মুন্সী ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া “ননদিনী বলো নগরে” গানে পুরাতনী ঢঙে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া বেশ কিছুদিন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছেন বম্বের মারাঠী গায়ক কেশব গণেশ ডেকনের কাছে।

প্রায় ছাত্রজীবন থেকে চেষ্টা করতে থাকা রবীন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সুযোগ এসেছিল নীরেন লাহিড়ীর অনুগ্রহে। নীরেন বাবু রবীনের গান বাজনার খবর কিছুটা শুনেছিলেন। কথা বলে বেশ ভাল লেগেছিল তাঁর। তিনিই অনুপম ঘটককে বলে রবীনকে মিউজিসিয়ান বা বাদ্যযন্ত্রীর কাজ পাইয়ে দেন। এর আগে অর্কেষ্ট্রার দলে বাজিয়েছেন রবীন দুচারবার। এই সময় থেকেই তিনি মধু বসু ও সাধনা বসুর নাচের প্রোগ্রামে বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। অনুপম ঘটক রবীন চট্টোপাধ্যায়কে সুযোগ করে দিলেন হাত খুলে কাজ করার। তরুণ রবীনও অনুপম ঘটকের সব কাজে ইনভল্ভড হয়ে যেতেন। অ্যারেঞ্জারের কাজ, রিহার্সালের কাজ, যোগাযোগ রক্ষা করা, সব ক্ষেত্রেই রবীন অনুপমের কাজের চাপ অনেকে হালকা করে দিতেন। শেখার

আগ্রহে রবীন প্রায় অতি উৎসাহী সহযোগী হয়ে উঠলেন। মিউজিক ডাইরেকশন বা কম্পোজারের কাজ শেখার ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। ফলে অনুপমের সব কাজই তিনি শিখে নেবার চেষ্টা করতেন। অনুপমও যোগ্য সহকারী পেয়ে তাঁকে যতটা সম্ভব গাইড করতেন। দেখতে দেখতে প্রথম বছরেই গানের সুর করার সুযোগ এসে গেল। পি সি বড়ুয়ার শাপমুক্তি ছবিতে অনুপমের কাছে তখন মিউজিসিয়ানের কাজ করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন অসুস্থ হয়ে কাজে আসতে পারছিলেন না অনুপম ঘটক। ছবির কাজ এগোতে পারছে না। সাত পাঁচ ভেবে বড়ুয়া সাহেব রবীনকে বললেন তুমি দেখ না, যদি একটা গানে সুর করে রেকর্ড করে দিতে পার। রবীন তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলেন। বললেন আপনি অনুমতি দিলে চেষ্টা করতে পারি। মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে, সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে "একটি পয়সা দাও গো বাবু" গানটি রেকর্ড করে ফেললেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন বড়ুয়া সাহেব। তাঁর ইচ্ছা ছিল ক্রেডিটে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের নামে এই গানটির কথা লেখা হোক। কিন্তু অনুপম রাজী হলেন না। প্রায় নবীশ রবীনের নাম তিনি তাঁর কাজের জগতে লিখতে দিলেন না।

অনুপম ঘটকের কাছে কাজ করতে করতেই মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজটিতে বেশ দক্ষতা অর্জন করলেন রবীন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে খুবই কাজে লেগেছিল। অভিজাত চেহারার ও অভিজাত সাজপোষাকে রবীনকে সাধারণের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখাত। অনেকেই তাঁকে মালিকপক্ষের লোক ভাবতেন। কর্মীরা এবং বাদ্যযন্ত্রীরা তাঁকে সমীহ করে চলত। তাঁর নিজে সব কিছু বাজানোর ক্ষমতা এক দিনে হয়নি। তিনি যন্ত্রীদের কণ্ট্রোল করতে গিয়ে সব কিছু ভাল করে রপ্ত করে নিয়েছেন। সেটা ঘটার পরে কারও পক্ষে রবীনকে চ্যালেঞ্জ করা সহজ ছিল না। তিনি নিজে করে দেখিয়ে দিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই সব সুরকাররাই রবীনের কথা জেনে গেলেন। রবীনও সকলের সঙ্গে যোগাযোগা তৈরী করার চেষ্টা করতেন। তিমিরবরণের সঙ্গে কাজ করায় তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। কলকাতায় অর্কেষ্ট্রা বা বাদ্যবৃন্দের প্রথম পরিচালক তিমিরবরণ ভট্টাচার্য। রবীনের মত মাল্টিফাংশন আর্টিষ্ট পেলে তাঁরও সুবিধা। অনেক ক্ষেত্রেই তিমিরবরণের অর্কেষ্ট্রার পরিবর্ধন বা বিস্তারের কাজ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। নিজে সুরকারের কাজ আরম্ভ করার পরেও তিনি তিমিরবরণ, শচীনদেব, দুর্গা সেন এবং শেষের দিকে ক্ষেমচন্দ্র প্রকাশের সহযোগীর কাজ করেছেন। অনেকগুলি সিনেমায় তিনি এঁদের সহযোগী সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন।

প্রথম স্বাধীনভাবে সঙ্গীত পরিচালনার কাজের সুযোগ এসেছিল মোহনবাগান ক্লাবের কানেকশনে। চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিচিত অনিল দে'র (মোহনবাগানের অধিনায়ক, পরে ভারতীয় দলেও খেলেছেন) সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবককে দেখেন মোহনবাগানে ক্লাবের কাছাকাছি। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, ফুটবল খেলা ছাড়াও যুবকটি গান বাজনায় পারদর্শী। তিমিরবরণও পশুপতিকে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের গুণ বা দক্ষতার কথা বলেছিলেন। অল্পক্ষণ কথা বলার পরে রবীনকে তাঁর বেশ ইম্প্রেসিভ মনে হয়। সেই সময় পরিণীতা ছবির কাজ আরম্ভ হওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মনে হলো রবীন বোধ হয় সঙ্গীত পরিচালকের কাজটা ভাল ভাবে করতে পারবে। তিনি ব্যাপারটি ভেবে রবীন চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন যে পরিণীতা ছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের কাজটা সে করতে পারবে কি না। রবীন সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখালেন। পশুপতি জানালেন তাঁকে খবর দেওয়া হবে। দিন কয়েকের মধ্যেই কালীঘাটের বাড়ীতে রবীন চিঠি পেলেন সিঁথির এম পি ষ্টুডিওতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে। এম পি প্রডাকশনের কর্ণধার মুরলী চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ইন্টারভিউ করে সন্তুষ্ট হয়ে পরিণীতা ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক নিযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই কণ্ট্রাক্ট ফর্ম সই করানো হয়। কিছু পরে একটি খাম রবীনকে দেওয়া হয়। তাঁকে সেটি খুলতে মানা করা হয়। বাইরে এসে খুলে দেখেন, মাসিক ১২০০ টাকা পারিশ্রমিকে তাঁকে এম পি প্রডাকশনের মিউজিক ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হয়েছে। আশার

অতিরিক্ত সুযোগ এবং কল্পনার বাইরে পারিশ্রমিকের পরিমাণ দেখে প্রায় আত্মহারা হয়ে যান রবীন। তিনি আবার দেখা করতে গেলে, মুরলী বাবু মাইনে কম হয়েছে কিনা জিজ্ঞসা করেন। রবীন বলেন, এর বেশী তিনি আশা করেন না। তাঁর পক্ষে এই মাইনে যথেষ্ট বেশী। কিন্তু তিনি সঙ্গীত পরিচালকেরে নিযুক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ফিরে এসেছেন। তারপর থেকে রবীন তাঁদের আস্থাভাজন হয়ে গেলেন। সেই বছরে আর একটি সুযোগ পেলেন রবীন। শচীনদেব বর্মণ পরিচালিত "অভয়ের বিয়ে" ছবিতে সহকারী সঙ্গীত পরিচালকের কাজে নিযুক্ত হয়ে, ব্যাকগ্রাউণ্ড ও অ্যারেঞ্জমেণ্টের কাজটি করার সুযোগ পেলেন রবীন। ছবির ক্রেডিটে শচীনদেবের সঙ্গে তাঁর নামও দেখানো হল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অভয়ের বিয়ে মুক্তি পেল। একই বছরে মুক্তি পেল পরিণীতা। রবীন জাতে উঠে গেলেন। লোকে তাঁকে সঙ্গীত পরিচালক ভাবতে শুরু করলো। সঙ্গীত পরিচালকেরা তাঁকে সুযোগ্য অ্যারেঞ্জার মনে করতে লাগলেন। নিজের মনের মত কাজের সুযোগ পেয়ে রবীন ডুবে গেলেন প্রজেক্টগুলিকে সফল করার প্রচেষ্টায়। সব সময় শিখতে থাকলেন। যার কাছে সম্ভব, যে কোন কাজ তিনি শিখে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। তাঁর এই অধ্যবসায় তাঁকে পরবর্তী কালে এগিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করেছে।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর পর রবীনের সুর দেওয়া ছবি মুক্তি পেল। ছবিগুলি হল পরিণীতা, সমাধান, কত দূর ও পথ বেঁধে দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেই ব্ল্যাক আউটের বাজারে তখন সিনেমার জগতেও অন্ধকার। রবীন তাতেও ভাল ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও দাঙ্গা দেশভাগ এই সব নিয়ে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ অস্থির ছিল। হঠাৎ বাজার থেকে দুই তৃতীয়াংশ বাদ হয়ে গেল। সব মিলে পরিবেশ বেশ প্রতিকূল। কোটি কোটি উদ্বাস্তুর ভারে সমাজ নুয়ে পড়ল। চিত্রজগত তারই মধ্যে নতুন করে বাঁচার অঙ্গীকার গ্রহণ করল। ১৯৫০ এর মধ্যেই আবার লয় খুঁজে পেল চিত্রজগত। মোটামুটি পুরোদমেই কাজ চলতে থাকল। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ এ তিনটি ছবি মুক্তি পেল, সাত নম্বর বাড়ী, তুমি আর আমি, স্বপ্ন ও সাধনা। স্টার স্টাডেড তিনটি ছবিই হিট। রবীনের সুর, ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক সবই উচ্চ মানের। সাত নম্বর বাড়ীতে প্রথম প্লেব্যাকের সুযোগ করে দিলেন অনুজপ্রতিম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। হেমন্তকে এর পর আর কোনদিন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৪৮ এ যোগাযোগক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় চারটি ছবি মুক্তি পেল। অনির্বাণ, বাঁকা লেখা, সাধারণ মেয়ে ও সমাপিকা। সমাপিকাতে প্রথম গান গাওয়ালেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে। এককভাবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ই রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সব চেয়ে বেশী গান গাওয়া শিল্পী। ষাটটি গান গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় রবীনবাবুর সুরে। সবই হিট। সমাপিকায় যোগাযোগ হল উদীয়মান পরিচালক দল অগ্রদূতের সঙ্গে। এই জুড়ি অনেক দিন অনেক ভাল ছবি উপহার দিয়েছে দর্শকদের। ১৯৪৯ সালে ছটি ছবি মুক্তি পেল রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায়। এটি একটি রেকর্ড বা বিরল ঘটনা। তিরিশ বছর বয়সেই সর্বাধিক চাহিদার সঙ্গীত পরিচালক হয়ে গেলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। উনপঞ্চাশে মুক্তি পাওয়া ছটি ছবি হল: আভিজাত্য, বিদুষী ভার্যা, নিরুদ্দেশ, সমর্পণ, সঙ্কল্প, সিংহদ্বার। এগুলির স্টার কাষ্ট দেখলেই বোঝা যায় যে সবই হাই ইনভেষ্টমেণ্টের প্রজেক্ট। কোনটিই মিউজিক্যাল ছিল না। সবই সামাজিক ছবি। গানগুলিও সুখশ্রাব্য। এর মধ্যে তিনটি বিখ্যাত পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর ছবি। ১৯৫০ সালে মুক্তি পেল দুটি ছবি। দুটিই এম পি প্রডাকশনের। বানপ্রস্থ ও বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ছবিটি সকল শ্রেণীর দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। নাম ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় বাঙালী কোনদিন ভুলবে না। এই আপাত নীরস ছবিটিকে ব্যাকগ্রাউণ্ড স্কোর আর অল্পস্বল্প গানের সম্পদে সাজিয়েছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশের সঙ্গে মানানসই পরিমিত রসবোধের পরিচয় দিলেন তিনি। কেউ তাঁর থেকে এর কম কিছু আশা করেনি। দর্শকদের ও প্রযোজক-পরিচালকদের নিরাশ করেননি রবীন চট্টোপাধ্যায়। দেখতে দেখতে পুরোপুরি সঙ্গীত পরিচালক হওয়ার প্রথম পাঁচ বছরে পনেরটি ছবির সঙ্গীত

পরিচালনা করে ফেললেন তরুণ রবীন চট্টোপাধ্যায়। টোপাদা বা অমর দত্তের নাম চিত্র ও সঙ্গীতজগতের অনেকেই জানেন। সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা সংগঠনের কাজে তাঁর ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্কেষ্ট্রা ও ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রার শিল্পী বা যন্ত্রীদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল রবীনবাবুর। বিশালদেহী অভিজাত ভাবভঙ্গীর অল্পকথার রাশভারী মানুষ রবীনবাবুকে সবাই সমীহ করে চলত। তিনি নিজেই সকলের খোঁজ খবর নিতেন। ধরে ধরে শিখিয়েছেন অনেককে।

নিজগুণে রবীন সেযুগের মোষ্ট এলিজিবল ব্যাচেলার বলে পরিচিত হয়েছিলেন। লাইন পড়েছিল কিনা জানা যায়নি তবে সুপুরুষ সুদর্শন দীর্ঘদেহী রবীনের রূপই লেডি কিলার ছিল। গুণের কথা প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর ভ্যালু অনেক বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সদাব্যস্ত রবীন নিজের উদ্যোগে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন এটা সম্ভব ছিল না। তখকার বিয়ে পারিবারিক দেখাশুনোর মাধ্যমে হবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। অবশেষে ১৯৫০ সালেই রবীনের আইবুড়ো নাম ঘুচল। বাবা মায়ের পছন্দ করা মেয়ে অঞ্জলিকে বিয়ে করলেন রবীন। সাতক্ষীরা খুলনার বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের মেয়ে অঞ্জলি। পিতার নাম অলকধন গাঙ্গুলী। পরিবারের প্রায় সকলেই আইনজীবী। এরা স্বাধীনতার কয়েক দশক পূর্বে কলকাতায় চলে আসেন। বড়বাজারে রতন সরকার গার্ডেন লেনে এঁদের বারটি শিবমন্দিরযুক্ত জমিদারবাড়ী এখনও বিদ্যমান। রবীনবাবুর বিবাহে চিত্রজগতের হু অ্যাণ্ড হু, সঙ্গীতজগতের প্রায় সকলে এসে থাকলেও আজ কোন ছবি আর পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি অঞ্জলিদেবীর কম বয়সের ছবিও নেই। যাঁরা এসব নিয়ে চর্চা করেন, যদি চোখে পড়ে, রবীনবাবুর বা তাঁর পরিবারের বা তাঁর কাজের বা সহযোগীদের যে কোন ছবি আমাদের মেল করে পাঠান bangodarshan@gmail.com ঠিকানায়। কালেকশন করতে হলে ঠিকানা জানান। আমাদের প্রতিনিধি গিয়ে ছবির কপি করে নিয়ে আসবে। অঞ্জলি দেবী ২০১৫ সালে দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর উনচল্লিশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু অকর্মা বাঙালী সমাজের কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে অমর ঐতিহ্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করেনি। ধিক আমাদের মিডিয়া হাউসগুলিকে। ধিক আমাদের সিনেমাজগতের অ্যাসোসিয়েশনকে। আর সরকারী অর্থে প্রতিপালিত আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সুখী মানুষদের কথা না বলাই ভাল।

সঙ্গীত পাগল রবীনবাবু বিয়ের পরেও কাজে সমানভাবে লেগে থাকলেন। ১৯৫১ সালে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় পাঁচটি ছবি মুক্তি পেল। এর চারটি এম পি প্রডাকশন্সের পঞ্চমটির প্রযোজক সনামধন্য দেবকী কুমার বসু। এম পি প্রডাকশন্সের চারটি ছবির দুটির পরিচালক অগ্রদূত, “বাবলা” এবং “সহযাত্রী”। এর মধ্যে বাবলা ছবিটি দর্শকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একই নামের গল্পটির চিত্ররূপ বাঙালীর মনের তন্ত্রীতে অনুরণন তুলেছিল। বাকী ছবিগুলিও স্টার স্টাডেড বিগ বাজেট ছবি। সেগুলিও হিট হয়েছিল। রত্নদীপ ছবিটি তিনটি ভাষায় করা হয়েছিল বাঙলা, হিন্দী ও তামিল। দেবকীবাবু রবীন চট্টোপাধ্যায়কে তিনটি ছবির পারিশ্রমিক অর্থাৎ তিন পাঁচে পনের হাজার টাকা (২০১৮ দামে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা) দিয়েছিলেন। এর পরেই বিভিন্ন কারণে রবীনের জয়যাত্রার রথ থমকে দাঁড়ায়। ১৯৫২ সালে মাত্র একটি ছবি মুক্তি পেল। নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী চিত্ররূপেও সুপার হিট। সেকালের সুন্দরী নায়িকা সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবির প্রযোজক। ১৯৫৩-৫৪তে রবীনবাবুর কোন ছবি মুক্তি পায়নি। তারপর ১৯৫৫তে আবার ছটি ছবি মুক্তি পেল। আবার রেকর্ড। এবারে একটি সঙ্গীতবহুল ছবি “ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ” মুক্তি পেল। ভক্তিমূলক গানের ছবিতে রবীনবাবু ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, জপমালা ঘোষ ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে গান গাওয়ালেন। গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। দেবী মালিনী ছবিতে অনুপম ঘটকের সঙ্গে যৌথভাবে সঙ্গীত পরিচালনা করেন রবীনবাবু। এই ছবির “তুমি গোকুলপতি শ্যাম” গানটি আজও সমান জনপ্রিয়। শ্রীবৎস চিন্তা পৌরাণিক ছবি। সঙ্গীতবহুল এই ছবিতে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে দিয়ে গান গাওয়ালেন রবীনবাবু। তার সঙ্গে সুন্দরভাবে

ব্যবহার করলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সুপ্রীতি ঘোষদের। নতুন শিল্পী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই ছবিতে গান করলেন। সামাজিক ছবি গোধূলি ও পরিশোধ মাঝারি মানের হয়েছিল। বক্স অফিসে মোটামুটি সফল। তবে সবার ওপরে উত্তম সুচিত্রার ছবি "সবার উপরে"। রেকর্ড বক্স অফিস কালেকশন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের "জানিনা ফুরাবে কবে এই পথ চলা" গানটি শ্রোতাদের মনে দাগ কেটেছিল। কেরিয়ারের প্রথম দশকে ত্রিশটির মত ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে রবীন চট্টোপাধ্যায় এক নম্বরেই থাকলেন। সাফল্যের বিচারে মোট তিন দশকের কেরিয়ারে প্রত্যেক দশকের ছবির সংখ্যা কাছাকাছি। তবে যত পরিণত হয়েছেন, তত গুণমান বেড়েছে, এটা হওয়াই স্বাভাবিক। ১৯৫৫ সাল আর একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই ছবির নায়িকারা আধুনিক হয়ে উঠছিলেন। ততদিন পর্যন্ত ট্যাবু "লাভ ম্যারেজ" আর তার অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ কোর্টশিপ ছবির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ধুতি তখনও ডমিন্যান্ট। তবে প্যান্ট ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করছিল। মেয়েদের ছোট ঘোমটাও অদৃশ্য হবার মুখে। ফলশ্রুতি গানের ভাষার পরিবর্তন। সুরে আধুনিকতার ছাপ আর লাইটিং মেক আপ প্রভৃতি গৌণ ক্ষেত্রে আরও অধিক মনোযোগ। তবুও বাঙলা সিনেমা বহু পিছিয়ে থাকলো। ক্যামেরা, লাইট, মেক আপ সবেতেই। আটপৌরে বৈচিত্রহীন চিত্রায়ন। কার্যত চল্লিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকে প্রগতি খুব বেশী হয়নি।

তাঁর কেরিয়ারে দ্বিতীয় দশক ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ধরলে, রবীনবাবুর কাজের গতি প্রায় একই রকম ছিল বলা যায় না। কাজের পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। যাঁরা রবীনবাবুর সুরের ধারাটি অনুসরণ করেছেন বা অনুধাবন করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, যে আধুনিক গানের সুরের ক্ষেত্রে রবীনবাবুর ওপর অনুপম ঘটকের প্রভাব খুব বেশী। তাঁর সহকারী থাকার জন্য শুধু নয়। মানসিকতার দিক থেকেও কিছুটা ব্যতিক্রমী অনুপম ঘটক রবীনবাবুর সব চেয়ে কাছাকাছি। রবীনবাবুর চড়া সুর বা অহেতুক অর্কেস্ট্রেশনে রুচি ছিল না। হয়তো জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে খুব বেশী পরীক্ষা নিরীক্ষাও করতেন না। তখনকার রক্ষণশীল সমাজের কথা ভেবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসামান্য জনপ্রিয়তা দেখে তিনি তাঁর জানা জগতেই সুরের রচনা করতেন। খুব বেশী আধুনিক হবার চেষ্টা করতেন না। এতে ১৯৬০ এর দশকে তাঁর বাজার ছোট হয়ে যায়। এমনিতেও এই সময় থেকে বাঙালী সমাজ এবং চলচ্চিত্র অবক্ষয়ের শিকার হতে থাকে। তাঁর জুনিয়র সুরকার কয়েকজন একই সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্বতায় ঋদ্ধ, এবং দু একজন ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার বাহক। আর এই সময় বাঙলা আধুনিক গান এক লাফে অনেকটা আধুনিক হয়ে যায় অর্কেস্ট্রেশনে পরিবর্তনের কারণে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে শিক্ষিত ভি বালসারা বাঙলা গানে ব্যাপক অ্যাকর্ডিয়ানের ব্যবহার আর বঙ্গো কঙ্গো গিটার ম্যাণ্ডোলিন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য যন্ত্র প্রয়োগ করে প্রিলিউড আর ইন্টারলিউডে বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন। এই সময় থেকেই গ্যাপগুলি সুন্দরভাবে কভার করা হচ্ছিল। সব মিলে একঘেয়েমি অনেকটাই কেটে যাচ্ছিল। বম্বের সফল সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী তাঁর পাশ্চাত্য সিম্ফনি নির্ভর রচনাগুলি ভারতীয় আঙ্গিকে সুন্দর প্রয়োগ করছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বম্বে চিত্রজগতে সাফল্য তাঁকে দেশী আঙ্গিকে আরও সুন্দর সুন্দর সুর রচনা করতে উৎসাহ প্রদান করে। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বাঙলা চিত্রজগতের সর্বাধিক সফল সঙ্গীত পরিচালক হয়ে উঠবেন তার নিদর্শন এই সময়েই দেখা যাচ্ছিল। আর বিদেশী মিউজিক ডিগ্রীধারী সুধীন দাশগুপ্ত বাঙলার কোমলতা আর পাশ্চাত্য বিট নির্ভর সুরজগতের সুন্দর পাঞ্চ ও সহাবস্থান ব্যবহার করে যুগান্তকারী সব সুরের সৃষ্টি করছিলেন। রবীনবাবুর সুরকে এই সব বিভিন্নতার নিরিখে অনেকে আটপৌরে মনে করতেন। কিন্তু তা সত্তেও রবীনবাবুর দুই তৃতীয়াংশ গানই হিট। এই রেকর্ড খুব কম কমপোজারের আছে। তিনি তাঁর গায়ক গায়িকাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রেখে সেই প্রতিষ্ঠিত ধারাটিতে সুর সংযোজন করতেন। তাতে ফ্লপ করার ভয় কম ছিল। আবার বৈপ্লবিক কিছুও হয়ে ওঠেনি। অর্কেস্ট্রার জগতে রবীনবাবু কোন যন্ত্র বা তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। তিনি সব পাশ্চাত্য যন্ত্রই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু

সিচুয়েশনকে অতিক্রম করে বা অসঙ্গত ভাবে সেগুলির প্রয়োগ করতে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর আর একটা কারণ হলো, রবীনবাবুর প্রযোজকরা সামাজিক ছবি বেশী করেছেন, যার অধিকাংশই আবার গ্রাম সমাজের গল্প। সেখানে সুযোগ ছিল না অতি আধুনিক হবার। সে যুগে নায়ক নায়িকা খোলা জায়গায় একজন আর এক জনের হাত ধরেছেন সেটা ভাবতেই পরিচালকের ভয় হতো। বেশীর ভাগ সাহিত্য নির্ভর ছবিই নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের গল্প নিয়ে। সেখানে জ্যাজ গীটার বা স্যাক্স বাজিয়ে ধুন্ধুমার করার সুযোগ কোথায়। নাচের ব্যাপার বাঙলা ছবিতে প্রায় "নো নো"। নাচ না থাকলে তাল নির্ভর গান হয় না। যা হয় তাই করতেন রবীন বাবু। আটপৌরে বাঙলা ছবির জগতে মোটামুটি সুরেলা কণ্ঠসঙ্গীতের প্রয়োগ। তবে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তিনি। এখানেও কোন সময়েই তিনি তাঁর গুরু তিমিরবরণের প্রভাবের বাইরে আসতে পারেন নি। অনুপম তিমিরবরণ যুগল রবীন চট্টোপাধ্যায়ের মনের সুরের জগতে যে পরিবেশ তৈরী করেছিল, তারই সম্যক প্রয়োগ করে তিনি একের পর এক হিট ছবিতে সঙ্গীতের ধারাটি সচল রেখেছেন, যুগের সঙ্গে ধীরে ধীরে অ্যাডজাষ্ট করে।

বিয়ের পর রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংসারের দায়িত্ব বেড়ে গেল। এই সময়ে তিনি রত্নদীপ ছবিটির সাফল্যের ফলশ্রুতি হিসাবে বম্বে চলচ্চিত্র জগত থেকে ডাক পেলেন। তিনি বম্বে কলকাতা করতে করতে কয়েকটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করলেন। তার মধ্যে দুটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল "মজবুরি" ও "আফ্রিকা"। ছবি দুটি যথাক্রমে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে তৈরী হয়। মজবুরি ১৯৫৪ সালের প্রথমে মুক্তি পায়। আফ্রিকা কবে মুক্তি পেয়েছিল জানা যায়নি। মজবুরিতে বলরাজ সাহনী ও শ্যামা মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। চরিত্রাভিনেতা জীবনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। দুটি ছবিতে রবীনবাবু তালাত মাহমুদ, আশা ভোঁসলে, মনোরমা, মীনা কাপুরকে দিয়ে গানগুলি গাওয়ান। গানগুলি এখনও প্রচলিত। তবে এ কথা বলতে বাধা নেই যে দুটি ছবিই তখন যে নতুন ভাবধারা তার প্রতিনিধিত্ব করে না। কিছুটা পুরোনো ঢঙেই গানগুলি রচিত হয়েছিল। এক কথায় বলা চলে হিন্দী চিত্রজগতে রবীনবাবু আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। এদিকে পরিবারের দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হচ্ছিল। বাঙলা সিনেমার কাজে সময় কম দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় নির্মিত বাঙলা সিনেমার সংখ্যা কমে গেল। কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। সব দিক চিন্তা করে রবীনবাবু বাঙলা চিত্রজগতেই আবার মনোনিবেশ করলেন। ১৯৫৫ সালে আবার পাঁচ পাঁচটি ছবি মুক্তি পেল। পরে অবশ্য একটি ভোজপুরী ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। সে কথা পরে বলা যাবে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রবীন আবার একটি সমস্যায় পড়ে বেশে নাজেহাল হয়ে গেলেন। বাবার মৃত্যুর পরে ভাইয়ে ভাইয়ে বনিবনার অভাবে তাঁদের ২২/বি প্রতাপাদিত্য রোডের পৈত্রিক বাড়ীটি বিক্রী করে দিতে হল। নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়ীর সন্ধানের বার হতে হল রবীন চট্টোপাধ্যায়কে। নিজ মালিকানার বাড়ীতে থাকার সৌভাগ্য এর পড়ে আর হয়নি রবীনের। যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও, রানিং ইনকাম প্রচুর হলেও শুধুমাত্র সময়ের অভাবে নিজের বাড়ী করার সুযোগ আর হয়তি রবীনবাবুর। বাকী জীবনটা তিনি ভাড়া বাড়ীতেই কাটালেন। তাও এক জায়গায় নয়। পাঁচ ছ জায়গায় থাকতে হয়েছিল তাঁকে। প্রথমেই বাড়ী নিলেন কর্মস্থলের কাছে মুর অ্যাভিনিউতে। বেশ কিছুদিন কাটানোর পর স্থানভাবের কারণে উঠে এলেন অল্প দূরে রিজেণ্ট পার্কের একটি বাড়ীতে। মেজাজী মানুষ রবীনবাবুর সব কিছু যে পছন্দসই হয়েছিল তা বলা যাবে না। দেখতে দেখতে একদিন এ বাড়ীও ছেড়ে দিলেন। উঠে গেলেন লেক গার্ডেনস্ অঞ্চলে। কিছুদিন এখানে ছিলেন তিনি এও কালক্রমে অপরিসর মনে হতে লাগল। আবার তল্পি তল্পা গুটিয়ে চলে গেলেন অপেক্ষাকৃত অভিজাত এলাকা যোধপুর পার্কে। বেশ কিছু দিন ছিলেন তিনি এই নতুন জনপদটিতে। একেবারে শেষ জীবনে চলে যান যাদবপুর অঞ্চলে রাইপুর রোডে। এই বাড়ীতেই শেষ পর্যন্ত তিনি সপরিবারে বাস করেছেন।

সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় নিজের বাড়ী করেন নি বা তাঁর ভাল গাড়ী ছিল না এসব সকলের কাছেই আশ্চর্য লাগে। তাঁর পারিশ্রমিকের পরিমাণ সকলের জানা, তাঁর মোট আয় কত ছিল তাও কল্পনার বিষয় নয়। ছবি করেছেন সকলের থেকে বেশী সংখ্যায়। পারিশ্রমিকও সর্বোচ্চ। তাহলে তাঁর আয়ও সর্বাধিক ছিল, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁকে যারা কাছ থেকে দেখেনি তাঁরা মনে করেন রবীনবাবু টাকাপয়সা উড়িয়েছেন। টাকা ওড়ানোর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে জড়িত দুই একটি দোষও তাঁর থেকে থাকবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। রবীনবাবু একেবারেই সাধারণ সংসারী মানুষ ছিলেন। তাঁর পানদোষ ছিল বলতে পারে এমন কেউ নেই। কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতেই পারত না। তাঁর ব্যক্তিগত দোষগুণ বিচার করার মত সাহচর্য কেউ পায়নি। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী তিন দশকে সমসাময়িক যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু বলে দাবী করতে পারেননি। তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষও বাড়িয়েছেন সন্ধ্যা। তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি রবীনবাবুকে সুর পছন্দ হচ্ছে না বলার সাহস রাখতেন। সে সন্ধ্যাও তাঁর স্মৃতি চারণায় রবীনবাবুকে নির্দোষ গুণী মানুষ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সংসারে এত কম সময় দিতেন রবীনবাবু যে দৈনন্দিন খরচা বা পরিবারের প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন চিন্তা তাঁর ছিল না। স্ত্রী অঞ্জলি দেবী সব করেছেন। রবীনবাবু অবশ্যই অর্থের অভাব ঘটতে দেননি। মেজাজী মানুষ রবীনবাবুর দরাজ মন এবং দানের হাতও দরাজ ছিল। সহকর্মী, অ্যামেচার শিল্পী, ভিক্ষুক সকলকেই তিনি টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। আর টাকা খরচা করতেন গানবাজনার সামগ্রী কিনতে ও কিনে দিতে। এত দানধ্যান করলেও কখনই তিনি অসচ্ছল হয়ে যাননি। তাঁর যথেষ্ট সঞ্চয়ও ছিল। পর পর কতকগুলি ব্যবসায়িক এবং সামাজিক কারণে কোথায় বাড়ী করবেন এসব ঠিক করতে করতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। নকশাল সমস্যায় পীড়িত কলকাতার কোন অঞ্চলেই তিনি বাস করার কথা ভাবতে পারেননি। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পর যাদবপুরের দিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন। তবে তা কার্যে পরিণত করার সময় পাননি তিনি। তাঁর গাড়ীর সখ বা লোক দেখান বড়মানুষী করার শখ ছিল না। কাজ করতে করতে তিনি এসব ভাবার সময় পাননি। ব্যবসা করা, যেমন স্টুডিও বানানো বা শিল্পীর দল বানানো এসব কিছুই তাঁর পছন্দের ব্যাপার ছিল না। তিনি লোকজন নিয়ে গান তৈরী, সিনেমার ব্যাকগ্রাউণ্ড স্কোর তৈরী এসবই ভাল বাসতেন। সেই কাজ করতে করতেই তাঁর জীবন শেষ।

যাই হোক হিন্দীর হাতছানি কাটিয়ে উঠে রবীনবাবু ১৯৫৪ সালে স্বমহিমায় বাঙলা সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার কাজে ফিরে এলেন। ১৯৫৫ সালে ছটি ছবি উপহার দিলেন বাঙালীকে। নিশ্চিন্ত করলেন তাঁর প্রিয় প্রযোজক ও পরিচালকদের। কাজের গতি বাড়িয়ে চললেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। পরের বছর ১৯৫৬তে সাতটি ছবির চারটি ব্লক বাস্টার। বাকী তিনটিও বক্স অফিসে সফল। মামলার ফল ছবিটি দর্শকদের যথেষ্ট ভাল লেগেছিল। মহানিশা অনুরূপা দেবীর কাহিনীর সফল চিত্ররূপ। ভালই চলেছিল ছবিটি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া তিনটি গানই সুখশ্রাব্য। ধনঞ্জয় একটি বিবেকের গান গেয়েছিলেন। উত্তম সুচিত্রার ছবি সাগরিকা আর শিল্পী। দুটি ছবিই ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। অগ্রগামী পরিচালিত দুটি ছবিতেই অনেকগুলি গান ছিল। গানগুলি সবই হিট। সাগরিকায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সব কটি গানই জনপ্রিয় হয়েছিল। অন্য মেজাজের "আমরা মেডিক্যাল কলেজেই পড়ি" জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে ছিল না। শিল্পীতে কাহিনীর বিন্যাস অন্য রকম। গানের ভাবও আলাদা। তবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানই সুখশ্রাব্য। সাহেব বিবি গোলাম বিমল মিত্রের কাহিনীর বিশ্বসনীয় চিত্ররূপ। উত্তমকুমারের অভিনয় তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কাহিনীটি ফুটিয়ে তোলার কাজে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের গান দিয়ে সিচুয়েশনকে ঋদ্ধ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ধনঞ্জয়ের রাগপ্রধান ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ঠুমরি অনবদ্য। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সুন্দর ব্যবহার করেছেন রবীন। সুপ্রীতি ঘোষ একটি সুন্দর গান গেয়েছেন এই ছবিতে। ছবির জনপ্রিয়তার

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গানগুলিও সমান জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের সেরা হিট গান "আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে" শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে। সাগরিকা ছবির এই গানটি আজও সমান জনপ্রিয়। ১৯৫৭ সালে রবীনবাবুর সঙ্গীত পরিচালনায় পাঁচটি ছবি মুক্তি পায়। অভয়ের বিয়ে আর চন্দ্রনাথ দুটি ছবিই খুব ভাল চলেছিল। চন্দ্রনাথ ছবির সব গানই হিট। অভয়ের বিয়ে ছবির গানগুলিও সমান জনপ্রিয় হয়েছিল। গানের প্রসঙ্গে হারজিৎ ছবিটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুটি গান আর এ কানন ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সন্ধ্যার গাওয়া বন্দিশটি খুবই সুখশ্রাব্য। যাত্র হলো শুরুর "যাদু ভরে নয়না তোরে" গানটি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় একেবারে সঠিক ঢঙে পরিবেশন করেছেন। পথে হল দেরী উত্তম সুচিত্রার সিনেমা। রবীন মনপ্রাণ দিয়ে ছবির গানগুলি তৈরী করলেন। পাঁচটি গানই সুপার হিট। আলপনার গানটি তাঁকে পরিণত শিল্পীর মর্যাদা এনে দিল। উল্লেখ্য এই ছবিতে আংশিক হলেও প্রথম কালার রঙীন ফিল্মের ব্যবহার হয়। সিঁদুর ছবিতে গানের সংখ্যা কত এ নিয়ে মতভেদ আছে। রেকর্ডে দুটি মাত্র পাওয়া যায়। ১৯৫৭ সালের সিনেমার গানগুলির মধ্যে "ওই রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায় রে" অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৫৮তে একটি ছবি তানসেন মুক্তি পায়। ছবিটি পুরোপুরি মিউজিক্যাল। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রবীনবাবুর প্রথাগত ট্রেনিং কম থাকলেও তিনি বড় বড় ওস্তাদদের দিয়ে গান গাওয়ালেন। ভীমসেন যোশী, এ কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গে পুরাতন সঙ্গী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। পুরোপুরি খেয়ালাঙ্গ বন্দিশগুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছিলেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সময় দিনরাত তিনি এই একটি ছবির কাজেই লেগে থাকতেন। ১৯৫৯ সালে তিনটি ছবির মধ্যে শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত নীরেন লাহিড়ীর ছবি "ছবি" সম্ভবতঃ মুক্তি পায়নি। প্রতিমা, আলপনা ও শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে চারটি গান ছিল এই ছবিতে। গানগুলি এখনও পাওয়া যায়নি। জল জঙ্গলে সব গানই হিট হেমন্তের কণ্ঠে "আমি যারে স্বপন দেখি" ও "কত ফুল ফুটেছে গৌরীচাঁপার বনে" অতি জনপ্রিয় গান। কিন্তু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "চোখে চোখে কথা কও" আরও সুন্দর। লালু ভুলু ১০০% মিউজিক্যাল। মানবেন্দ্রর কণ্ঠে সব কটি গান আর মানবেন্দ্র প্রতিমার দ্বৈত সঙ্গীত আজও ঘরে ঘরে বাজে। ১৯৬০ সালে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় পাঁচটি ছবি হয়েছিল। এর মধ্যে উত্তর মেঘ ছবিটি উত্তম সুপ্রিয়া অভিনীত জনপ্রিয় ছবি হলেও গান মাত্র একটি ছিল ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে। স্মৃতিটুকু থাক ছবিতে দুটি গান সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। সুচিত্রা সেন এই ছবিতে ডবল রোল করেন। বাকী তিনটি ছবি "শুন বরনারী", "ইন্দ্রধনু" ও "শহরের ইতিকথা"য় চারটি করে গান ছিল প্রতিটি গানই হিট। ব্যক্তিজীবনে রবীনবাবু দুই কন্যার পিতা হয়েছেন ইতিমধ্যে। তাঁর সুন্দর ভরা সংসারেও কাজের চাপে বেশী সময় দিতে পারতেন না তিনি। শুক্লা ও কৃষ্ণা বড় হল তাদের মায়ের যত্নে। বাবার সঙ্গ পাওয়া তাদের ভাগ্যে খুব একটা ঘটেনি।

পরের পাঁচ বছরে সমাজ আরও আধুনিক হয়ে উঠল। উদ্বাস্তুরা সেট হয়ে গিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্তের সংখ্যা অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। বেশ কিছু কাহিনী নির্ভর ঝকঝকে ছবি তৈরী হয়েছিল এই সময়। কিছু পরিচালক এই সময় কেরিয়ারের চরমে পৌঁছলেন। কলকাতা ধীরে ধীরে সাহেবদের প্রভাব কাটিয়ে অনেকটাই বাঙালী প্রাধান্য ফিরে পাচ্ছিল। কিন্তু পোষাকে ধুতি পাঞ্জাবী তার কৌলিন্য হারাচ্ছিল। শাড়ী আক্রান্ত হয় আরও দশ পনের বছর পরে। এই পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদার অনুরূপ সুর সৃষ্টি করতে নিজেকে ঢেলে সাজিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। নিজের হাতে তৈরী ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রার পরিবর্তে অমর দত্ত বা টোপাদার নেতৃত্বে বা পরিচালনায় সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রাতে আরও যন্ত্রী যোগ হল। তাঁর অ্যারেঞ্জারের কাজ অমর দত্তই অনেকটা সামলে দিতে থাকলেন। ব্যক্তি জীবনে পুত্রলাভ করলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। একমাত্র ছেলে সোমনাথের জন্ম হল এই সময়ে। ১৯৬১ তে "কেরী সাহেবের মুন্সী" ছবিতে সন্ধ্যার দুটি গানের মধ্যে "ননদিনী বোলো নগরে" পুরাতনী গানটি এক কথায় সুপার্ব। ছবিতে আরও দুটি সিচুয়েশন নির্ভর গান ছিল। সেগুলিও সুখশ্রাব্য। ১৯৬২তে পাঁচটি ছবি হয়েছিল রবীনবাবুর সঙ্গীত

পরিচালনায়। উত্তম সুচিত্রার "বিপাশা' সুপার হিট ছবি। চারটি গানের মধ্যে সন্ধ্যার কণ্ঠে দুটি গানই হিট। বাকী দুটি গানও সুখশ্রাব্য। "অভিসারিকা" ছবিতে দুটি গান ছিল ছবিটির মত গানগুলিও মোটামুটি ভাল। "অগ্নিশিখা" ছবির দুটি গানই সুন্দর। সন্ধ্যার গানটি সুখশ্রাব্য। "কাজল" সিনেমার সন্ধ্যার দুটি ও শ্যামলের একটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। মায়ার সংসার ছবিটি এই বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি। রবীন বাবু হেমন্তকে দিয়ে চারটি গান করিয়েছিলেন। প্রতিমার সঙ্গে তাঁর একটি দ্বৈতসঙ্গীত ছিল। আর ছিল শ্যামলের একটি আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটি। সব কটি গানই কালজয়ী। আজও শোনেন সকলে। ১৯৬৩ সালে সাতটি ছবি হয়েছিল রবীনবাবুর। "আকাশপ্রদীপ" ছবিতে তিনটি গান। দুটি শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে। দুটিই কালজয়ী। আজও সমান জনপ্রিয় "পান চাই পান" আর "মাগো অমন করে ডেক না আমায়"। অন্য গানটি প্রতিমার কণ্ঠে এবং যথেষ্ট সুখশ্রাব্য। "অবশেষে" ছবিটি মৃণাল সেন পরিচালিত। গানের কথা জানা নেই। "দ্বীপের নাম টিয়ারঙ" শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে তিনটি গানই হিট। প্রতিমার গানটিও সুন্দর। "শ্রেয়সী" ছবিতে সন্ধ্যার একটি ও প্রতিমার দুটি গান। সবগুলি সুখশ্রাব্য। উত্তম সুপ্রিয়ার হিট ছবি সুর্যশিখাতে দুটি গান একটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আর একটি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের। দুটি গানই হিট। সুচিত্রা সেনের ডাবল রোল ছিল "উত্তর ফাল্গুনী ছবিতে"। কয়েকটি বন্দিশ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। উত্তরায়ন ছবিতে দুটি গান, একটি সন্ধ্যার; অন্যটি তাঁরই প্রতিমার সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে। ১৯৬৪তে তাঁর চারটি ছবি হয়েছিল তার একটি ভোজপুরী। ভোজপুরী ছবিটি হল সঁইয়া সে ভইল মিলনবা। ভোজপুরী ছবির ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় ছবি। সুজিতকুমার ও সাইদা খানম অভিনীত। ছবিটিতে সুমন কল্যানপুর ও মহঃ রফির গান ছিল। সুমনের একটি গান "নির্মোহী দাগা দেকে গয়ো"এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আশা ভোঁসলেকে দিয়েও এই ছবির গান রেকর্ড করিয়েছিলেন রবীনবাবু। সেগুলি ছবিতে ছিল কিনা বা রেকর্ড বেড়িয়েছিল কিনা তা আজ আর জানার উপায় নেই। "দীপ নেভে নাই" ছবিতে শুধু একটি গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। "কে তুমি" ছবিতে তিনটি গান ছিল। দুটি সন্ধ্যার কণ্ঠে হিট গান। অন্যটি ইলা বসুর কণ্ঠে। মোটামুটি ভাল। "মোমের আলো" ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একটি সুন্দর গান ছিল। এই ছবিতে সুবীর সেন অভিনয় করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে দুটি গান ছিল। আর একটি গান ছিল কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। ১৯৬৪ রবীন বাবুর অ্যাভারেজ পারফর্ম্যান্সের বছর। ১৯৬৫ সালে "জয়া" ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে চারটি হিট গান উপহার দিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়া সন্ধ্যা-হেমন্ত ও সন্ধ্যা-মানবেন্দ্র'র কণ্ঠে দুটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। জীবনীছবি রাজা রামমোহন তে গান তেমন কিছু ছিল না। রাজা রামমোহনের রচিত "নিখিল নিরঞ্জন" মানবেন্দ্র গেয়েছিলেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়" উঁচু স্কেলে গাওয়াতে লালিত্য নষ্ট হয়েছে। সঙের গান "ব্যাটা সুরাই মেলের কুল" মিণ্টু দাশগুপ্ত সুন্দর গেয়েছেন। দেবতার দীপ ছবিতে গান ছিল কিন্তু তা এখন আর পাওয়া যায় না। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ এই এক দশক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। চল্লিশটি ছবিতে সুর দিয়েছেন এই সময়কালে।

১৯৬৬ সালে দুটি ছবি হয়েছিল রবীনবাবুর। উত্তম সুপ্রিয়া অভিনীত "শুধু একটি বছর" সুপার হিট ছবি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে চারটি সুপার হিট গান আর সন্ধ্যার একটি সুন্দর গান ছাড়া অতিরিক্ত হলো শিপ্রা বসুর গাওয়া বিয়ের গান "দে সুপারি আর তাতে (পাঠান্তর আলতা দে) খয়ের ছাঁচি পান"। এই বছরের অন্য ছবি "হারানো প্রেম"। প্রতিমাকে দিয়ে তিনটি অতি সুন্দর গান গাওয়ালেন রবীনবাবু। ১৯৬৭ সালে দুটি মাত্র ছবি। গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস: অভিনয়ে উত্তম সুচিত্রা সঙ্গে প্রদীপকুমার সাবিত্রী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটি পালকী বওয়ার গান ছিল খুবই মৌলিক ধরণের। আর ছিল সুমিত্রা সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত "এ দিন আজি কোন ঘরে গো"। ছবিতে দেড় মিনিটের গান শিপ্রা বসুর "তুলসী তুলসী নারায়ণ" একেবারে মর্মস্পর্শী। এই বছরের অন্য ছবিটি প্রস্তর সাক্ষর। শিপ্রা বসুর কণ্ঠে একটি ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে

একটি করে সুন্দর গান ছিল এই ছবিতে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি কঠিন সুরের জালে বাঁধা। আর ছিল শ্যামলের গলায় একটি সুন্দর গান। ১৯৬৮ সালে শুধু একটি ছবি করেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বৌদি ছবির চারটি গানই হিট। শিপ্রা বসুর শিশুকণ্ঠে গান ও সন্ধ্যার কণ্ঠে "আনমনা এই মন" গান দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের। মানবেন্দ্র দুটি ভিন্ন স্বাদের গান গেয়েছেন। চটুলটিতে "বব করা চুল দুলিয়ে বেড়ায় সোসাইটিতে" কথাগুলি অনবদ্য। ১৯৬৯ সালে চারটি ছবি হয়েছিল। আঁধার সূর্যতে প্রতিমার একটি ধনঞ্জয়ের একটি ও নির্মলা মিশ্রর একটি গান ছিল। গানগুলি সুখশ্রাব্য। "আরোগ্য নিকেতন" ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "বাজে না নূপুর কেন" আর আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "কেন বন কোয়েলা ডাকে" গান দুটি সুপার হিট। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্বমহিমার প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত "জীবন যখন শুকায়ে যায়" আর একবার শোনার সুযোগ করে দিলেন রবীনবাবু। অপরিচিত ছবিতে দুটি গানই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। দুটিই হিট, একটিতে সহশিল্পী সুবীর সেন। বছরের চতুর্থ ছবি কমললতা রবীনবাবুর আর একটি মিউজিক্যাল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সাতটি কীর্তনাঙ্গ গানে মাত করে দিলেন রবীনবাবু। সন্ধ্যা ও শ্যামলের দ্বৈতকণ্ঠে "সে বিনে আর জানে না" অতীব মধুর। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আর একটি গান কীর্তনাঙ্গ "তোমার গরবে গরবিনী হাম" হৃদয় জয় করে নিল সকলের। ১৯৭০ সালের একমাত্র ছবি "কলঙ্কিত নায়কে" দুটি গান ছিল। একটি মান্না দের আর একটি মান্না দে ও বাসবী নন্দীর কণ্ঠে। দুটি গানই সুখশ্রাব্য। ১৯৭১ সালের দুটি ছবির মধ্যে "প্রথম বসন্ত" ছবির কোন গান পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য ছবিটি হল "খুঁজে বেড়াই"। তিনটি গানের দুটি আধুনিক। মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গান দুটি হিট। অন্যটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত। ১৯৭২ সালের দুটি ছবি। "নায়িকার ভূমিকায়" ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুটি হিট গান। আর অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে "এক যে আছে কন্যা"। "অপর্ণা" ছবিতে চারটি গান ছিল আরতি মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্তর কণ্ঠে। এর পর আর দুটি ছবি করেছিলেন রবীনবাবু। "দুরন্ত জয়" ১৯৭৩ সালে। এই ছবিতে তিনটি গান ছিল। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। তিনটি গানই হিট। তবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "আমায় বাসন্তী শাড়ী এনে দে" পুরোনো রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে করিয়ে দেয়। শেষ ছবি "চাঁদের কাছাকাছি"। উত্তমকুমার ও মিঠু মুখোপাধ্যায় অভিনীত ছবিটি ১৯৭৬ সালে মুক্তি পায়। দুটি গান ছিল আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। মোটামুটি ভাল গান।

ঊনিশশো সত্তর সালের কিছু আগে থেকেই নকশাল আন্দোলনে কলকাতার সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তখন থেকেই রবীনবাবু বম্বে চিত্রজগতে যাবার কথা ভাবছিলেন। কমললতার রান অ্যাওয়ে সাকসেস কিছু বলিউড পরিচালককে তাঁর ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছিল। সে সব কথা চলছিল। তবে কংক্রিট কিছু হয়নি। তাঁর সহযোগী দু এক জন যন্ত্রীকে তিনি বম্বের সঙ্গীত পরিচালকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মনোহারী সিং ওখানে সফল। বাসুদেব চক্রবর্তী এখানে নাম করেছিলেন। তিন দশকের সঙ্গীত পরিচালকের জীবনে রবীনবাবু দুটি মাত্র অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে সাহেব বিবি গোলাম ছবির জন্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড। ১৯৬২ সালে বি এফ জে এ দ্বারা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক পুরষ্কার পান মায়ার সংসার ছবির জন্য। তবে তাঁর কেরিয়ারে শেষ দশ বছরে তিনি ষোলটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। শেষ পাঁচ বছরে ছটি। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি এগোতে পারেন নি কিনা বলা শক্ত। তবে সুযোগ কমে আসছিল। তিনি কারও সঙ্গে খুব বেশী কথা বলতেন না। তাই তাঁর স্বাস্থ্য কেমন যাচ্ছিল তা বলা সহজ নয়। তাঁর পত্নী জীবিত থাকলে কিছুটা আলোকপাত করতে পারতেন। তবে যাদবপুরে বাড়ী তৈরীর কথা ভাবছিলেন এটা জানা যায়। ১৯৭৬ সালের ২রা এপ্রিল মাত্র ৫৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিন দিন আগে সকালে পূজো করতে গিয়ে ঢলে পড়েন। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টার পরও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। পত্নী ও তিন সন্তানকে রেখে প্রায় নিঃশব্দে চলে গেলেন রবীন

চট্টোপাধ্যায়। সুরের জগতে তাঁর সৃষ্ট সুমধুর ধ্বনিগুলি যুগ যুগ ধরে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। এর পরের পৃষ্ঠাগুলিতে তাঁর সুরারোপিত গানের একটি তালিকা দেওয়া হল। মনে হয় এই তালিকার বাইরে তাঁর বেশ কিছু গান আছে। সেগুলি খুঁজে বার করতে সকলে চেষ্টা করুন। পেলে সমাজ উপকৃত হবে। আমাদেরকে জানালে আমরা তালিকাটি সংশোধন করে দেব।

গানের প্রথম ছত্র	শিল্পী	সুরকার	গীতিকার	রেকর্ড নং	চলচ্চিত্র বৎসর
(ও দরদীয়া) নিশানা যে পরানে একি দারুণ রাত এল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		প্রস্তর সাক্ষর ১৯৬৭
অতি চঞ্চল গোপাল আমার	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মামলার ফল ১৯৫৬
অনেক দোষে দোষী হলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30574	দীপ নেভে নাই ১৯৬৪
আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে কাঁদে ফুল	গায়ত্রী বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়			শুভদা ১৯৫৫
আকাশ পৃথিবী শোনে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30379	চন্দ্রনাথ ১৯৫৫
আকাশ বলে ধরণী গো তোমায় ভালবেসে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ		সিঁদুর ১৯৫৭
আকাশ মোর আলোয় দেছ ভরায়ে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		লালু ভুলু ১৯৫৯
আকাশে বাতাসে বুঝি তাই জানাজানি আমার কাছে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		১৯৬১
আঁখি জানে ফুল কেন ফোটে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাগরিকা ১৯৫৬
আঁখে ভরি হুই হ্যায় আউর দিল ভরা হুয়া হ্যায়	মীনা কাপুর ও তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	দীননাথ মাধোক		মজবুরি ১৯৫৩
আঁখে রো রো হার গয়ী	আশা ভোঁসলে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	দীননাথ মাধোক		মজবুরি ১৯৫৩
আগর দিলকে তারোঁ পে ম্যায় নয়া সুর	তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পণ্ডিত মধুর		রত্নদীপ ১৯৫১
আজ এই তো প্রথম এমন করে আমার কাছে এলে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		ইন্দ্রধনু ১৯৬০
আজ কি রাত ভাগ মোরা জাগে দেখ হুঁ পিয়া মুখ চন্দা	তালাত মাহমুদ, গীতা ঘোষ রায়চৌধুরী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	মহেন্দ্র প্রাণ		রত্নদীপ ১৯৫১
আজিকে বসন্ত এলো এলো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		বিদুষী ভার্যা ১৯৪৯
আজব কলকাত্তা হ্যায় আজব কলকাত্তা	মিন্টু দাশগুপ্ত সহঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়?	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		কেরী সাহেবের মুন্সী ১৯৬১
আঁধার ভাঙা আলোর গানে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		সমাপিকা ১৯৪৯
আঁধার রাত্রি পোহালো রে যাত্রী	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		অনির্বাণ ১৯৪৮
আনন্দ তোর হাসির	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	অজয় ভট্টাচার্য	THPV28106 GE7986	
আনমনা এই মন মালা জপে সারাক্ষণ	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		বৌদি ১৯৬৬

আমাদের জীবনটা যে সোজাপথে চলে দাদা	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		দুরন্ত জয় ১৯৭৩
আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে	রবীন মজুমদার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	হীরেন বসু		১৯৪৬
আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে	বনশ্রী সেনগুপ্ত	রবীন চট্টোপাধ্যায়	হীরেন বসু		১৯৭৯
আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী	পান্নালাল ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		১৯৫৬
আমার প্রভাত মধুর হলসহঃ প্রতিমা) (বন্দ্যোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30518	মায়ার সংসার ১৯৬২
আমার ফাগুন রাতের গান কে জানে আজ রঙে রঙে	গীতা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		১৯৬৭
আমার মন রাধিকার মন ছিল যে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 25298	১৯৬৬
আমার সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলবে আঙিনায়	গায়ত্রী বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		১৯৫৮
আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাগরিকা ১৯৫৬
আমারে দাও গো বলে সেই রসিকের কোন ঠিকানা	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		লালু ভুলু ১৯৫৯
আমারে লয়ে যে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		সমাপিকা ১৯৪৯
আমায় বাসন্তী শাড়ী এনে দে এনে দে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		দুরন্ত জয় ১৯৭৩
আমি আজ নতুন আমি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE30508	অগ্নিশিখা ১৯৬২
আমি কুহেলি না স্বপ্ন পার নি কি জানতে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N77076	হারানো প্রেম ১৯৬৬
আমি চান্দের সাম্পান যদি পাই	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		দ্বীপের নাম টিয়ারঙ ১৯৬৩
আমি যারে স্বপন দেখি সে কি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30420	জল জঙ্গল ১৯৫৯
আমি যে বসে আছি পথ চেয়ে ফাগুনেরই বেলা	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		প্রস্তর সাক্ষর ১৯৬৭
আমি যে বড়্কী গুড়িয়া	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30499	বিপাশা ১৯৬২
আমি তোমার বীণা সুর তো আমার নাই	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাহেব বিবি

					গোলাম ১৯৫৬
আমি প্রিয়া হব ছিল সাধ	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 25298	১৯৬৬
আমি প্রিয়ারে পেয়েছি কাছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30546	সূর্যশিখা ১৯৬৪
আমি বনহরিণী খুশীতে হারা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গোবিন্দ চক্রবর্তী		রত্নদীপ ১৯৫১
আমি শুধু ভাঙি জানিনা গো গড়িতে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রণব রায়		দেবী মালিনী ১৯৫৬
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি কিছু বলিতে পারি নি লজ্জায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		বিপাশা ১৯৬২
আমরা মেডিক্যাল কলেজে পড়ি	দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সতীনাথ ও অন্যান্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাগরিকা ১৯৫৬
আর জনমে হয় যেন গো তোমায় ফিরে পাওয়া	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		
আর ডেকো না সেই মধু নামে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 25017	১৯৬০ আগষ্ট
আলোতে ছায়াতে দিনগুলি ভরে রয়	তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫২
আশা নদীর দুই ধারে ভাঙা গড়া শুধু সার	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		হারজিৎ ১৯৫৬
আহা ধীরে চল ধনী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N 77139	কমললতা ১৯৬৯
আহা রঙ্গিনী রূপসী যেন সুন্দরী রূপসী	অনুপ ঘোষাল	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		দুরন্ত জয় ১৯৭৩
আয় আয় আয়রে সহঃ সন্ধ্যা মুখোঃ, শ্যামল মিত্র অন্যান্য	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE30508	অগ্নিশিখা ১৯৬২
আয়ে খুশীয়োঁ কে দিন গমকে বাদল দূর হুয়ে	মীনা কাপুর ও তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	দীননাথ মাধোক		মজবুরি ১৯৫৩
ইয়ে বেহতা হুয়া পানি সমঝা রহা হ্যায়	আশা ভোঁসলে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	দীননাথ মাধোক		মজবুরি ১৯৫৩
উমা কাঁদে মা মা বলে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মামলার ফল ১৯৫৬
এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার	সুমিত্রা সেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ		গৃহদাহ ১৯৬৭
এ নহে আমার	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	JNLXC-212	

এ পথ ফুরাবে কোন প্রাতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE30520	অভিসারিকা ১৯৬২
এ ভরা রাইতে এত হাসি আলো	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		দ্বীপের নাম টিয়ারঙ ১৯৬৩
এ মধুরাতি আসেনি আগে প্রথম ফাগুন ভুবনে জাগে	রবীন মজুমদার সহঃ উৎপলা সেনসুপ্রভা /	রবীন চট্টোপাধ্যায়			নিরুদ্দেশ ১৯৪৯
এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পথে হল দেরী ১৯৫৭
এই গান গাওয়া মোর নয় গো অকারণে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		যাত্রা হল শুরু ১৯৫৭
এই জীবনের রঙ যদি বদলায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30640	শুধু একটি বছর ১৯৬৭
এই ঝিলিমিলি রাত এই মিষ্টি হাওয়া, আমি কোথায়	বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		অপর্ণা ১৯৭২
এই তো আমার প্রথম ফাগুন বেলা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		সাগরিকা ১৯৫৬
এই তো আমার ভালো ভালোবেসে যতটুকু পাই	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		অপরিচিত ১৯৬৮
এই দুনিয়ার হাটে সহঃ সন্ধ্যা) (মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30573	জয়া ১৯৬৪
এই না মাধবীতলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	TAEC4037	কমললতা ১৯৬৯
এই নদীতীরে খুঁজিয়া বেড়াই	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 24906	১৯৫৮ আগষ্ট
এই ফাগুনে ডাক দিল কে ও আমার স্বপ্ন আবেশে ভরা মন নিল যে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		নায়িকার ভুমিকায় ১৯৭১
এই ভবের নাটে দেখছি হায় সবই হেথা উল্টে যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মহানিশা ১৯৫৬
এই মধুরাত শুধু ফুল পাপিয়ার	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাগরিকা ১৯৫৬
এই রাত ওই চাঁদ এই ফুল ওই তারা ডেকে বলে কেঁদোনা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫৬
এই শহর আর শহরতলির ইতিকথা নাও গো শুনে	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		শহরের ইতিকথা ১৯৬০
এই সাঁঝ ঝরা লগনে আজ কে ডাকে আমায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পথে হল দেরী ১৯৫৭

এক জনমে মিটল না মোর ভালবাসার তৃষা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মহানিশা ১৯৫৬
এক যে আছে কন্যা, তার শ্যামলা শ্যামলা বরণ	অনুপ ঘোষাল	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		নায়িকার ভুমিকায় ১৯৭১
এক যে ছিল রাজার কুমার সহঃ সুপ্রীতি) (ঘোষ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গোবিন্দ চক্রবর্তী	GE 7879	রত্নদীপ১৯৫১
এক দিন রাধা নে লি ঘনশ্যাম কি মুরলী চুরায়ে	মীনা কাপুর	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গাফিল		মজবুরি ১৯৫৩
একই সূর্য অমিত তেজ বিরাজে বিপুল নভে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সহঃ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		উত্তরায়ণ ১৯৬৩
একি আনন্দ রে কথা আমার গান হয়ে যায়	রবীন মজুমদার	রবীন চট্টোপাধ্যায়			নিরুদ্দেশ ১৯৪৯
একটু আরো সরেই না হয় আসবে গো	মান্না দে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		খুঁজে বেড়াই ১৯৭১
একদিন এই ঘরে স্বপ্নের পিঞ্জরে কত টিয়া কাকাতুয়া ময়না	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ		সিঁদুর ১৯৫৭
এত ফুল ফুটেছে গৌরীচাঁপার বনে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30420	জল জঙ্গল ১৯৫৯
এবার জাল ফেলেছি পড়বে ধরা কোথায় চাঁদ পালাবে	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		চাঁদের কাছাকাছি ১৯৭৬
ও আমার মনের মাণিক চিরতরে মোর ও আমার সাত রাজারই ধন	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		দ্বীপের নাম টিয়ারঙ ১৯৬৩
ও দয়াল তোমার অন্ত পাওয়া ভার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30518	মায়ার সংসার ১৯৬২
ও নিরুপম সুন্দর মম তুমি যে আছ নয়নে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		নায়িকার ভুমিকায় ১৯৭১
ও ভগবান রুটি দাও সহঃ প্রতিমা) বন্দ্যোঃ ও সুমিত্রা সেন(	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30573	জয়া ১৯৬৪
ও মন কখন শুরু কখন যে শেষ সহঃ) (শ্যামল মিত্র	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কমললতা ১৯৬৯
ওই গুন গুন গুন অলি গেয়ে যায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		কাজল ১৯৬২
ওই রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায় রে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30379	চন্দ্রনাথ ১৯৫৫

ওগো কাজল নয়না বল বল তুমি কি গো সেই মধুমালা	সুবীর সেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মোমের আলো ১৯৬৪
ওগো তোমায় চাওয়া খেদ না মেটে না মেটে না আমার	আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫১
ওগো দয়াল তোমার দয়ার সীমা নাই সীমা নাই	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মহানিশা ১৯৫৬
ওগো মোর গীতিময়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কমল ঘোষ	GE 7801	১৯৫০ অক্ট
ওগো সাগর আমি বাহির হলেম এ কোন অভিসারে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	N77049	দ্বীপের নাম টিয়ারঙ ১৯৬৩
ক ও ও ও ও দেখে যা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		গৃহদাহ ১৯৬৭
কাকলী কূজন আর ভ্রমরে মধু গুঞ্জনে	আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পথে হল দেরী ১৯৫৭
কাঁটার আঘাতে ছিন্ন চরণে রক্ত ঝরে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		সবার উপরে ১৯৫৬
কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে চাইনি	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		চাঁদের কাছাকাছি ১৯৭৬
কি সুরে বাজালে বল বাঁশরী	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সহঃ প্রসূন বন্দ্যো, এ কানন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		হারজিৎ ১৯৫৬
কি হলো রে জানো পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		কেরী সাহেবের মুন্সী ১৯৬১
কিছু খুশী কিছু নেশা ভরা এই সুন্দর আলো ঝরা বেলাতে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		স্মৃতিটুকু থাক ১৯৫৮
কে গো এলে তুমি আমারই ফাগুন দিনে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 25279	১৯৬৭ জুন
কে গো মায়াবিনী এসো না গো যাও যাও	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		প্রস্তর সাক্ষর ১৯৬৭
কে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল এই মনে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কে তুমি ১৯৬৪
কে ডাকে আমায় ধীরে ধীরে	তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাত নম্বর বাড়ী ১৯৪৭
কে তীরন্দাজ এই দুনিয়ায় আড়াল থেক তীর চালায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাহেব বিবি গোলাম ১৯৫৬
কেন গোধুলির মেঘে জড়ানো জড়ানো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সূর্যশিখা ১৯৬৩

আলোর সোনা					
কেন চড়াও ফুলবাণ ও বাঁকা ভ্রুর ধনুর তলে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		নষ্টনীড় ১৯৫১
কেন যেতে গেলে যাওয়া হয় না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE30395	জয়া ১৯৬৪
কেন বন কোয়েলা ডাকে, ভাল লাগে না যে	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়			আরোগ্য নিকেতন ১৯৬৯
কোন অচিন মধুকর মোর মনের বীথিকায় গান শুনিয়ে যায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭
কোন পাপে মোর এমন হলো বল দয়াময়	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মামলার ফল ১৯৫৬
কৌন তরহা সে তুম	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত বন্দিশ		উত্তর ফাল্গুনী ১৯৬৩
কুঞ্জে জাগিল কানু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N 77139	কমললতা ১৯৬৯
কত ছন্দে কি আনন্দে নাচে রাসে গিরিধারী	কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মোমের আলো ১৯৬৪
কত ফাগুনের মাধুরী জড়ায়ে রে গোপন অভিসারে	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		শহরের ইতিকথা ১৯৬০
কত সাধনায় পেয়েছি তোমায়	সুপ্রীতি ঘোষ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাহেব বিবি গোলাম ১৯৫৬
কথা নয় আজি রাতে আমার এ গান যে গাও	তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাত নম্বর বাড়ী ১৯৪৭
কব তক বনে রহেঙ্গে	মুবারক বেগম	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কুমার শর্মা বনবাসী		আফ্রিকা ১৯৫৪
কলা বউ কলা বউ মৌতুষ্টি ফুলের মত তুই যে আমার নানী লো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		গৃহদাহ ১৯৬৭
ক্লান্তির পথ বুঝিবা ফুরালো মোর	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		বিপাশা ১৯৬২
গান ফুরানো জলসাঘরে এমন করে আর থেকো না	ইলা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৬৮
গিরিরাজ কন্যা উমা মেনকা নন্দিনী	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		প্রথম বসন্ত ১৯৭১
গীতিনাট্য শ্রীরাধার মানভঞ্জন সঙ্গীতাংশ	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	EALP 1344	১৯৬৯ সেপ্টেঃ
ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন		সবার উপরে

			মজুমদার		১৯৫৬
ঘুম ঘুম নিঝুম নীরবতা	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N77077	হারানো প্রেম ১৯৬৬
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরী দের সাথে সহঃ প্রতিমা)বন্দ্যোপাধ্যায়(	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE3051 7	মায়ার সংসার ১৯৬২
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE3051 6	মায়ার সংসার ১৯৬২
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে	সুমিত্রা সেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ		শুন বরনারী ১৯৬০
চাঁদ জেগে আছে আর রাত জেগে আছে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		কাজল ১৯৬২
চাঁদের এত আলো তবু সে আমায় ডাকে	তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কমল ঘোষ		১৯৫২
চার দিনের এই মেলা	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		ফল্গু ১৯৫৬
চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়		GE 25068	১৯৬১ আগষ্ট
চোখে চোখে কথা কও	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		জল জঙ্গল ১৯৫৯
চম্পাবতী কোথা তুমি মধুরাতি যায়	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মায়ার সংসার ১৯৬২
চলতে চলতে কোন আলোর দেশে এলাম শেষে	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		অপর্ণা ১৯৭২
জাগো জাগো বেহনা হুয়া সবেরা জাগো	তালাত মাহমুদ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	দীননাথ মাধোক		মজবুরি ১৯৫৩
জানিনা ফুরাবে কবে এই পথচলা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		সবার উপরে ১৯৫৬
জিন্দগী কে এক ভুল থী	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত বন্দিশ		উত্তর ফাল্গুনী ১৯৬৩
জীবন যখন শুকায়ে যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ		আরোগ্য নিকেতন ১৯৬৯
জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ		আরোগ্য নিকেতন ১৯৬৯
জীবন পারাবারের মাঝি আলোয় অন্ধকারে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		বাবলা ১৯৫১
জীবনটা ভাই রেলের গাড়ী সহঃ প্রতিমা) বন্দ্যোপাধ্যায়(	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE3051 7	মায়ার সংসার ১৯৬২
জুতি পালিশ ওয়াল বাবু জুতি	শিপ্রা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		বৌদি ১৯৬৬

পালিশওয়ালা					
যাদু ভরে নয়না তোরে যাদু কর গয়ে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		যাত্রা হল শুরু ১৯৫৭
যে আমার মন নিয়েছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30641	শুধু একটি বছর ১৯৬৭
যে সুর বাজাতে চাই কেন জানি না সেই সুরে বাজে না	উৎপলা সেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		১৯৬২
যেখানে স্বপ্নে সুরে রইবে ভরে তোমার আমার মন	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		ইন্দ্রধনু ১৯৬০
যেন গোলাপ হয়ে ফুটলো হিয়া মোর তোমার ছোঁয়া পেয়ে	গায়ত্রী বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		১৯৫৮
যেন নূতন করে ধন্য হল মন শুধু তোমার ছোঁয়া লেগে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মহানিশা ১৯৫৬
যদি অলি না চাহে তো ফুল কেন ফোটে গো	আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাহেব বিবি গোলাম ১৯৫৬
যদি কোনদিন ঝরা বকুলের গন্ধে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GH30450	ইন্দ্রধনু ১৯৫৯
যদি গো কাছে আসি ফিরায়ো না অভিমানে	রবীন মজুমদার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		১৯৪৯
যদি বাসর প্রদীপে ক্লান্তির ছায়া নামে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		শহরের ইতিকথা ১৯৬০
তখন লবকুশেরে নিয়ে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30556	শ্রেয়সী ১৯৬৩
তখনো ওঠেনি তারা	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	JNLXC-212	
তাইরে নাইরে তাইরে না আহ্লাদে মন আটখানা	গায়ত্রী বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		হারজিৎ ১৯৫৬
তার চোখ দুটি হাসি হাসি চঞ্চল বব --- করা চুল দুলিয়ে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোরাস	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		বৌদি ১৯৬৬
তারে অনুনয় করে বলেছি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30466	শুন বরনারী ১৯৬০
তারোঁ সে ভরি হুয়ি ইয়ে রাত সাজন ভি হো মেরে সাথ	মনোরমা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কুমার শর্মা বনবাসী		আফ্রিকা ১৯৫৪
তেরে পূজন কো ভগবান বনা মন মন্দির	আশা ভোঁসলে ও হামিদা বানু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	দীননাথ মাধোক		মজবুরি ১৯৫৩

তোমার গরবে গরবিনী হাম	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	মহাজন পদাবলী		কমললতা ১৯৬৯
তোমার দুয়ার হতে আমি যবে গেছি ফিরে	উৎপলা সেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		১৯৬২
তোমারে ভুলিয়া আপনারে ছিনু ভুলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	N 27592	সাত নম্বর বাড়ী ১৯৪৭
তোরে নয়না লাগে সহঃ ছায়া দেবী	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত বন্দিশ		উত্তর ফাল্গুনী ১৯৬৩
তব বিজয় মুকুট আজিকে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাগরিকা ১৯৫৬
তুম চতুর সুগর বঁইয়া	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত বন্দিশ		উত্তর ফাল্গুনী ১৯৬৩
তুমি এলে তাই জীবনে ফাগুন এলো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 24816	১৯৫৭ জানু
তুমি যে আমার এ ভুবনে তাই এত সুর এত গান	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		শিল্পী ১৯৫৬
তুমি না হয় রহিতে কাছে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পথে হল দেরী ১৯৫৭
তুলসী তুলসী নারায়ণ তুমি তুলসী বৃন্দাবন	শিপ্রা বসু?	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		গৃহদাহ ১৯৬৭
দু এক দিন ফাগুন রঙীন জীবনের পথ ছিল কুসুমে ছাওয়া	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		হারজিৎ ১৯৫৬
দুঃখ আমার শেষ করে দাও প্রভু রেখো নাক আর আঁধারে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		লালু ভুলু ১৯৫৯
দুঃখ যাত্রীর ঘুচিবে রাত্রি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	GE 7529	বিদুষী ভার্যা ১৯৪৯
দুখের কাছে হার মেনে তো হৃদয় কভু হারবে না	উৎপলা সেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		বাবলা ১৯৫১
দুখের পথে নামলি যদি চল দলে তুই দুঃখটারে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		লালু ভুলু ১৯৫৯
দাঁড়াও না দোস্ত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রেমেন্দ্র মিত্র	DGM-cd-1	
দীপ নেভা রাতে হিয়ার সাথীগো মোর তুমি নাই সাথে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭
দে সুপারি আলতা দে খয়ের ছাঁচি পান	শিপ্রা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		শুধু একটি বছর ১৯৬৬
দেখ সখী সাজিল নন্দকুমার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন	N	কমললতা

			মজুমদার	77139	১৯৬৯
দোল দোল দোল	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30556	শ্রেয়সী ১৯৬৩
না না চলে যেও না, না না যেতে চেওনা	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		খুঁজে বেড়াই ১৯৭১
নিখিল নিরঞ্জন নিখিল কারণ বিভূতিস্য নিকেতন	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রামমোহন রায়		রাজা রামমোহন ১৯৬৫
নিশুতি রাত কাঁদে কাঁদে আমার বুকে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		জল জঙ্গল ১৯৫৯
নতুন আলোর গান আমরা	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45AE4007	আঁধার সূর্য ১৯৬৯
নতুন সূর্য আলো দাও	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		নায়িকার ভুমিকায় ১৯৭১
ননদিনী বলো নাগরে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		কেরী সাহেবের মুন্সী ১৯৬১
নূপুরের গুঞ্জনে বনবীথি উতলা ফুলসাজে শ্রীমতী অভিসারে যায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		শিল্পী ১৯৫৬
নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	TAEC4038	কমললতা ১৯৬৯
নবমী নিশিরে তোর দয়া নাই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE30394	জয়া ১৯৬৪
নয়ন মোহন শ্যাম	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কমললতা ১৯৬৯
পান চাই পান সাঁচি মিঠা বাংলা খিলি বলুন কি চান	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		আকাশ প্রদীপ ১৯৬৩
পানকৌড়ি পানকৌড়ি (সহঃ মানবেন্দ্র)	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		জয়া ১৯৬৪
পানিয়া ভরনে ক্যায়সে যাঁউ কঙ্কর মোহে লাগে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাহেব বিবি গোলাম ১৯৫৬
পার করে দাও দুখের পাথার সহঃ শ্যামল মিত্র	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	N77052	আকাশপ্রদীপ ১৯৬৩
পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কমলপ্রসাদ ঘোষ		
পীরিতি কি রীত	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		শুন বরনারী ১৯৬০
পথের দেবতা ওগো পথ থেকে সখা তুমি	কানন দেবী	রবীন চট্টোপাধ্যায়			বাঁকা লেখা

ডাক দিলে					১৯৪৮
প্রাণ ঝরনা জাগলো পাষাণ কারা ভাঙলো	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		লালু ভুলু ১৯৫৯
প্রীত কিয়ে দুঃখ হোয়ে ইয়ে জানে সব কোয়ে	যুথিকা রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পণ্ডিত মধুর		রত্নদীপ ১৯৫১
পরেছি চাঁপা ডুরে শাড়ী আর খোঁপাটি বাহারী	বনশ্রী সেনগুপ্ত	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		
প্রেম সে শুধু রূপকথা হয়ে নিশীথ স্বপনে হায়	রবীন মজুমদার	রবীন চট্টোপাধ্যায়			নিরুদ্দেশ ১৯৪৯
প্রেমের নিখিলে আলো আঁধারের	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		অনির্বাণ ১৯৪৮
প্রতিমা গড়িয়া দেবতা চেয়েছি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		সমাপিকা ১৯৪৯
পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		পথে হল দেরী ১৯৫৭
ফাগুনের ডাক এলো যে সহঃ)সুবীর সেন(	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	উমাশঙ্কর		অপরিচিত ১৯৬৮
ফিরে ফিরে ডাকে কে জানে আমকে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মোমের আলো ১৯৬৪
ফেলে আসা দিনগুলি মোর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	N 27592	সাত নম্বর বাড়ী ১৯৪৭
ফুল হাসে আর চেয়ে দেখি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	GE 7890	সহযাত্রী ১৯৫১
ফুলের হাসিতে আর অলির বাঁশীতে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N77077	হারানো প্রেম ১৯৬৬
ফুলেরই এ বাজুবন্ধ	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		শ্রেয়সী ১৯৬৩
বাজে না নূপুর পায়ে দোলেনাক মালা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		আরোগ্য নিকেতন ১৯৬৯
বাজে রে বিষান বাজে রে শব্দ শোন রে রণ দামামার	গীতা মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোরাস	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		অপর্ণা ১৯৭২
বাঁশী বলে ওগো পাপিয়া তোমারই সুরে সুরে ধরা দিল সাধিয়া	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭
বাসর আমার হল আজ খেলাঘর	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত		অভিসারিকা ১৯৬২
বিদায় দিতে না চাই হৃদয় অবুঝ হৃদয়	মান্না দে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কলঙ্কিত নায়ক

কিছু মানে না					১৯৭০
বিদায় পৃথিবী বিদায় এই কথা বলে যাই	গায়ত্রী বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়			শুভদা ১৯৫৫
বিশ্ববীণায় নিতি ওঠে ঝঙ্কার	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		ফল্গু ১৯৫৬
ব্যাটা সুরাই মেলের কুল ব্যাটার বাড়ী খানাকুল	মিণ্টু দাশগুপ্ত	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত		রাজা রামমোহন ১৯৬৫
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেল আগুন জ্বালো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		খুঁজে বেড়াই ১৯৭১
বনের বসন্ত এল এল মনের বসন্ত এল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত		
বন্ধুরে তুমি বিহনে বন্ধু মন ব্যথা কাহারে জানাই	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		শিল্পী ১৯৫৬
বনসন আওত নন্দদুলাল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত	TAEC 4038	কমললতা ১৯৬৯
ভালোবাসার দিনগুলি মোর	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত		
ভালবাসার পরশমণি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়		GE 7890	সহযাত্রী
ভালবেসে ব্যথা সহিব কেমনে	শিপ্রা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		১৯৬৯
ভজহুঁ রে মন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত	N 77139	কমললতা ১৯৬৯
ভরা গাঙে ভয় করিনে ভয় করি সই বানের জল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		কেরী সাহেবের মুন্সী ১৯৬১
মা গো তুমি মা গো তুমি অমন করে ডেকো না আমায়	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		আকাশ প্রদীপ ১৯৬৩
মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদ রে আজ নেমেছে চাঁদ	আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		বিদ্যাসাগর ১৯৫০
মাটির প্রদীপ রয় যে চেয়ে নিখিল গগনে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		সঙ্কল্প ১৯৫১
মাধব বহুত মিনতি করি তোয়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	বিদ্যাপতি		রাজা রামমোহন ১৯৬৫
মাধবী গো মধুরাতে কেন কাঁদি	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		১৯৬১
মানুষের মনে ভোর হল আজি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		সমাপিকা ১৯৪৯
মানসী সেজেছি আমি মরমীয়া তুমি সাজবে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৬৪

মায়াবনবিহারিণী হরিণী	সুবীর সেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ		মোমের আলো ১৯৬৪
মেঘ মেঘ মেঘ ঝরা লগনে রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নির্মলা মিশ্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		লালু ভুলু ১৯৫৯
মেয়ে যখন রাগ করেছেন অভিমানে মন ভরেছে	মান্না দে বাসবী নন্দী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		কলঙ্কিত নায়ক ১৯৭০
মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি কেন ফুটিয়া লুকাইতে চায় রে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		চন্দ্রনাথ ১৯৫৭
মোর মিলন পিয়াসী মন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30641	শুধু একটি বছর ১৯৬৭
মোরে সঁইয়া তু হামসে না বোল সওতন ঘর রহিও	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কে তুমি ১৯৬৪
ম্যাঁয় পায়ো রাম রতন ধন পায়ো	যুথিকা রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	মীরা বাই		রত্নদীপ ১৯৫১
মণি মাণিকের পসরা তুই ধূলায় ছড়ালি	রবীন মজুমদার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		সিংহদ্বার ১৯৪৯
মধু মালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনের এ খেলায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		হারজিৎ ১৯৫৬
মধু স্বপ্নে গড়া এক নতুন দেশে যদি যাই হারিয়ে (সহঃ শ্যামল মিত্র)	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মায়ার সংসার ১৯৬২
মধুমালতী ডাকে আয়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 25017	১৯৬০ আগষ্ট
মন যদি নাহি দিলে মিছে মালার বাঁধনে চাহিয়া বাঁধিয়া রাখিতে	রবীন মজুমদার	রবীন চট্টোপাধ্যায়			নিরুদ্দেশ ১৯৪৯
মন ময়ূরী আবেশে দোলে ছন্দে ছন্দে কত না রঙ্গে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		আকাশবাণী রম্যগীতি
মনকে বোঝে না কেউ বোঝে না, পৃথিবী জানে না	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		অপর্ণা ১৯৭২
মনে মনে গাঁথা মালা লুকায়ে কি রেখেছি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭
মনের দুয়ার খুলে কে কে গো তুমি এলে বল না	শিপ্রা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		১৯৬৯
মনের মাধুরী মিশায়ে আমি তোমায় করেছি রচনা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		স্মৃতিটুকু থাক ১৯৫৮

মন্দিরেতে মানত করিস, এটা পেলে সেটা দিবি	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		আঁধার সূর্য ১৯৬৯
মরমী গো, আজ মনের কথাটি বল না	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		
মহুয়া বুঝি বা জাগে কোয়েলিয়া বুঝি ডাকলো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		উত্তরায়ণ ১৯৬৩
রাঙা সাঁঝের লগনে রঙ লেগেছে নয়নে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৬৪
রাত নিঝুম হোক না আঁধার কালো ঘরে আমার হাজার	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		আঁধার সূর্য ১৯৬৯
রাতে নে আকে দিনকো চুমা সাঁঝ সুহানী আয়ি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পণ্ডিত মধুর		রত্নদীপ ১৯৫১
রাধা বলে ওগো কালা যাদু ভরা বাঁশী তব	ইলা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কে তুমি ১৯৬৪
রামকৃষ্ণায়ন (সঙ্গীতালেখ্য)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, বনশ্রী সেনগুপ্ত	রবীন চট্টোপাধ্যায়	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত		
রামী চণ্ডীদাস (সঙ্গীতালেখ্য)	মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, ললিতা ধরচৌধুরী, সুবোধ রায়, অনুপ ঘোষাল	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		১৯৭১
রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি শ্রাবণে কি সুর বাজে	নির্মলা মিশ্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		আঁধার সূর্য ১৯৬৯
রজনী পোহালো মিছে জাগি	কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		বিপাশা ১৯৬২
রুম ঝুম রুম ঝুম বাউল বাঁশীর সুর	গায়ত্রী বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		শিল্পী ১৯৫৬
শোন দাদা বলি শোন দুনিয়া শুধু চোরে ভরা	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		বৌদি ১৯৬৬
শোন সখী, বাঁশী কেন	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		
শুধু কল্পনা দিয়ে গড়েছি তোমারে এঁকেছি তোমার ছবি	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		হারজিৎ ১৯৫৬
শুধু ক্ষণে ক্ষণে এই মনে কার ছোঁয়া লাগে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		শহরের ইতিকথা ১৯৬০
শুন লো এক কাহানী এক রাজকুমার	তালাত মাহমুদ, গীতা ঘোষ রায়চৌধুরী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	মহেন্দ্র প্রাণ		রত্নদীপ ১৯৫১
শ্রীমতী সেজেছে অভিসার সাজে মরি মরি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন		শুধু একটি বছর

হায় হায় গো			মজুমদার		১৯৬৬
শ্রীরাধার মানভঞ্জন (সঙ্গীতালেখ্য)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, নির্মলা মিশ্র, শিপ্রা বসু,	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		১৯৭২
সে দিন দুজনে দুলেছিনু বনে	কানন দেবী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ		অনির্বাণ ১৯৪৮
সে বিনে আর জানে না (সহঃ শ্যামল)	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কমললতা ১৯৬৯
সেই প্রথম দেখার রাতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GH30450	ইন্দ্রধনু ১৯৫৯
সুয্যি মামা কেমন আছ কোথায় তোমার বাড়ী	শিপ্রা বসু	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		প্রস্তর সাক্ষর ১৯৬৭
সত্যি কথা গল্প না মন্দ হলেও অল্প না	রবীন মজুমদার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		সিংহদ্বার ১৯৪৯
স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30640	শুধু একটি বছর ১৯৬৭
স্বপ্ন ভরা দিনগুলি মোর যায় ভেসে	আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাগরিকা ১৯৫৬
সমীরণ ফিরে চাও মোরা করবী ধীরে বও ধীরে বও ওগো গরবী	আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		১৯৫০
স্মৃতির বাঁশরী কার ফিরে ফিরে ডাকে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		চন্দ্রনাথ ১৯৫৭
সূর্য তোমার সোনার তোরণ খোল আলোর আবীরে আকাশ রাঙায়ে তোল	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়		লালু ভুলু ১৯৫৯
হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		কমললতা ১৯৬৯
হায় কোথা যে তার ভুল হল তার কে করে বিচার	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		উত্তর মেঘ ১৯৬০
হিসাবের খাতা ভরে আছে শুধু ভুলে	শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		কাজল ১৯৬২
হিয়া বলে তুমি আমার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	TAEC 4037	কমললতা ১৯৬৯
হৃদয় আমার সুন্দর তব পায় বকুলের মত ঝরিয়া	আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		সাগরিকা ১৯৫৬

হরেকৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		জয়া ১৯৬৪

|